জ্যোতিরিঙ্গণ
Nov. 1871
কলিকাতা ট্রাক্টসোসাইটীর যত্নে প্রকাশিত।
৩খণ্ড, ৫ সংখ্যা
নবেম্বর ১৮৭১

মাকড়সা ও মক্ষিকা।

হেরিয়া নিকটে এক মক্ষিকা বসিয়া,
মাকড়াসা কহিলেক তারে সম্বোধিয়া ;—
"এস হে আমার বাড়ী করি নিবেদন,
দেখসে আবাস মম সুন্দর কেমন।
বাঁকা সিঁড়ি দিয়া ঘরে হইবে উঠিতে,
কত যে সুন্দর বস্তু পাইবে দেখিতে।"
"ক্ষমা কর মোরে ভাই, করি নিবেদন,
তব ও সুন্দর গৃহে যাব না কখন।
বাঁকা সিঁড়ি দিয়া যেবা যায় তব ঘরে,
হারায় পরাণ সেই জনমের তরে।"
"আহারের তরে ভাই উড়িয়া২,
হয়েছ কাতর তুমি বুঝেছি দেখিয়া।
পরিপাটী শয্যা আমি রেখেছি করিয়া,
আসিয়া বিশ্রাম কর তাহাতে শুইয়া।
খাটিয়ে রেখেছি দিব্য নেটের মশারি,
কারি করি দেখে যার যাই বলিহারি।
করসে শয়ন ভাই সে সুখ শয্যায়,
তুষিব তোমায় আমি মধুর ভাষায়।"
এত শুনি কহিলেক মক্ষিকা চতুর,
"করিলে প্রকাশ তুমি ভদ্রতা প্রচুর।
কিন্তু শুনি, যেবা শোয় তোমার শয্যায়,
কখন না জাগে আর, মহানিদ্রা যায়।"
শুনি দুষ্ট মাকড়াসা কহিল আবার,
"তোমারে হেরিলে মানি সৌভাগ্য অপার।
আহারের আয়োজন করেছি বিস্তর,
আসিয়া ভোজন কর, অহে বন্ধুবর।
ময়ূরের পক্ষ জিনি তব পক্ষ দুটী,
গাইতে মধুর গীত নাহি তব যুটি।
মুকুতা জিনিয়া তব উজ্বল নয়ন,
অধীনের গৃহে ভাই কর পদার্পন।
রয়েছে আমার গৃহে নির্ম্মল দর্পন,
তাহাতে আপন মুখ করিবে দর্শন।"
শুনি এত খোসামোদ মক্ষিকা ভুলিল,
মাকড়াসা গৃহদ্বারে ধীরে২ গেল।
গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইলেক যেই,
ধরি মাকড়াসা তারে বধিলেক তেই।

নীতি।

বিস্তারিয়া জাল যথা মাকড়াসাগণ,
ফাঁদে ফেলি বধ করে মক্ষিকাজীবন।
সেই রূপ মায়া জাল করিয়া বিস্তার,
ফাঁদে ফেলি নরে নষ্ট করে এ সংসার।
নানা ভাবে দেখাইয়া নানা প্রলোভন,
নরের অহিত চেষ্টা করে প্রতিক্ষণ।
ইন্দ্রিয় বাসনা যত মায়ার শৃঙ্খল,
গল দেশে পরে তাহা অবোধ সকল।
একটী মায়াতে কেহ হইলে জড়িত,
শত২ মায়া তারে জড়ায় ত্বরিত।
যত ভাল বাসে লোকে এ পাপ সংসার,
ততই মজিয়া পরে করে হাহাকার।
এ সংসার দেখ ভাই, মায়াময় জাল,
অনেকে পড়িয়া এতে ভুলে পরকাল।
প্রলোভনে ভুলি যথা মক্ষিকারগণ,
মাকড়াসা জালে পড়ে হারায় জীবন।
সেই রূপ ভুলে নর পাপ প্রলোভনে,
মায়ায় মজিয়া নাশে আপন জীবনে।
ইহ কালে কষ্ট তার ঘটে অগণন,
পরকালে পুরস্কার নরক ভীষণ।
পাতিয়া মায়ার জাল সংসার যখন,
নানা ছাঁদে তোমারে দেখায় প্রলোভন।
সে কালে ঈশ্বরে তুমি প্রার্থনা করিবে,
তা হলে সংসার তোমা ছুঁইতে নারিবে।

প্রভু ও দাস।

রঙ্গপুরের জমীদার মাধব বাবুর ভজহরি নামে এক জন চাকর ছিল। সে মুখের কথায় বড় বাধ্যতা প্রকাশ করিত, কিন্তু কার্য্যে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিত না। মাধব বাবু কিছু দিন ভজহরিকে কিছু বলিলেন না, তাহাকে তাহার ইচ্ছা মত কাজ করিতে দিলেন। কিন্তু শেষে অনেক কর্ম্মে শৈথিল্য প্রকাশ করাতে, বাবু তাহার কারণ জানিয়া পাঠাইলেন। ভজহরি কিছু লেখা পড়া জানিত; এক্ষণে ভজহরি নিজে মনিবের নিকট না যাইয়া তাঁহাকে এক খানি পত্র লিখিল। তাহা এই—

“মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীলশ্রীযুক্ত

বাবু মাধবচন্দ্র রায় চৌধূরী মহাশয়,
প্রবল প্রতাপেষু।

আপনার হুকুম শুনিবাতে আপনার যাহা মতলব তাহা জানিয়াছি। মহাশয় অধীনকে গোরুর জন্য ঘাস কাটিতে হুকুম করেন। তাহাতে অধীনের নিবেদন এই, যদি মহাশয়ের অন্য চাকরেরা তাহা করে, অধীনও করিবে, তাহারা না করিলে আমিও করিব না। মহাশয় অধীনকে প্রতিরোজ ভোরের সময়ে উঠিয়া কাজ আরম্ভ করিতে বলেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমার ঘরের লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে। যদি সে করিতে বলে, করিব, না বলিলে কোন মতে করিতে পারি না। মহাশয় যখন আমাকে রাত্রিতে আপনার আগে২ লণ্ঠন ধরিয়া যাইতে হুকুম করেন, তাহা আমি করিতে পারি না। কেননা আমার পিতা পিতামহেরা তাহা করেন নাই। আপনি লাটের কিস্তীর সময়ে জিলায় যাইবার কালে আমাকে নৌকায় দাঁড় বাহিতে বলিতেছেন, কিন্তু যদি আপনি আমাকে একটা পিরাণ বা একটা টাকা বক্সিস দেন, তবে যাইব, নতুবা যাইব না। মহাশয় কখন কখন আমাকে ডাকিতে প্যায়দা পাঠাইয়া থাকেন, ইহাতে আমার বড় অপমান হয়। ইহার পরে আমাকে ডাকিতে হইলে আপনি নিজে আসিবেন, কোন প্যায়দা যেন আইসে না।

আজ্ঞাকারী দাস,
শ্রীভজহরি পাল।”

প্রিয় পাঠক, ঈশ্বর মনিব, তুমি ভৃত্য। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রচারক ও ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা আপনার আদেশ তোমাকে জানাইয়াছেন। তুমি অনেক সময়ে বলিয়া থাক, “ইহাতে যাহা লিখিত আছে, তাহা উত্তম ও ন্যায় অনুগত এবং ঈশ্বরীয় বাক্য হইতে পারে।” কিন্তু উপরে যে ভৃত্যের বিষয় বলা হইল, তুমি তাহার ন্যায় মিথ্যা আপত্তি করিতেছ।

যখন আমরা তোমাকে প্রতিমা পূজা করিতে নিষেধ করি, তুমি বল, “বাস্তবিক প্রতিমার পূজা করা অন্যায় ও মূর্খতা। যদি দেশের অন্য সকলে উহা পরিত্যাগ করে, আমিও করিব ; যদি সকলে না করে, আমি করিব না। আমি কি পাঁচ জনের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি ?”

যখন আমরা তোমাকে বলি, যে

প্রভু যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বর ও মনুষ্য-জাতির মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থ, তাঁহাকে মান্য ও তাঁহার ধর্ম্মে যোগ দেওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু তুমি বলিয়া থাক, "আমার বন্ধুগণ ও পরিবারস্থ সকলে আমাকে উহা করিতে দিবে না; যদি তাঁহারা করিতে বলেন, আমি করিব।"

যখন আমরা তোমাকে বলি যে রবিবার দিবস সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করণার্থ তোমাকে ভজনালয়ে যাইতে হইবে, "তুমি বল, এ ত আমাদের দেশের রীতি নহে। আমাদের ধর্ম্ম আমাদের ও তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদের পক্ষে উত্তম।"

যখন আমরা তোমার সম্মুখে ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল প্রকাশ করি, এবং তোমাকে তোমার মন্দ কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিতে বলি,তখন তুমি বল, "আমাকে দশটী টাকা বা আমার দেনা শোধ করিয়া দেও, আমি উহা পরিত্যাগ করিব।"

যখন আমরা বলি যে ঈশ্বরের ভৃত্য যে আমরা, ঈশ্বর আমাদিগকে পরিত্রাণের বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়াছেন; তখন তুমি বলিয়া থাক, "কে জানে যে তোমরা ঈশ্বরের ভৃত্য? ঈশ্বর কেন আপনি আসিয়া বলেন না? যদি তিনি আসিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিব।"

তোমরা পুরুষানুক্রমে এই রূপ আপত্তি করিয়া আসিতেছ। দেখ, ঈশ্বর চিরসহিষ্ণু বটেন, কিন্তু তুমি যদি এই রূপে বৃথা আপত্তি করিয়া তাঁহার আজ্ঞা অবজ্ঞা কর, শেষে বিচার দিনে কি তোমার ভয়ানক কষ্ট হইবে না? দেখ, আর বৃথা আপত্তি করিও না। তিনি যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা তোমাকে যাহা২ বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর! সমস্ত পাপ ত্যাগ কর। তুমি যে তাঁহার ব্যবস্থা অমান্য করিয়াছ, তাহা স্বীকার কর। তোমার গত পাপ ক্ষমা ও ভবিষ্যতে তোমাকে শক্তি দান করিবার জন্য প্রভু যীশুর নামে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা তোমার কর্ত্তব্য। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেই আমাদের সুখ,ও লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ।

যূষফের বিবরণ।

৫ অধ্যায়।

যূষফের মুক্তি।

তোমাকে মিসর দেশের রাজার বিষয় বলিয়াছি। যূষফ্ যে দেশে কারাগারে বদ্ধ ছিলেন, তিনি সেই দেশের রাজা। তাঁহার নাম ফিরৌন্, তাঁহার অনেক দাস দাসী ছিল। রাজা সিংহাসনে বসিতেন, ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতেন। তাঁহার গলায় স্বর্ণহার, অঙ্গুলীতে হীরার আঙ্গুটী এবং মস্তকে স্বর্ণমুকুট থাকিত। তিনি উত্তম ঘরে বাস করিতেন, গাড়ী ঘোড়া চড়িতেন, এবং তাঁহার বেড়াইবার সময়ে সকল লোকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিত।

এক রাত্রিতে রাজা দুই আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন, তাহার বিবরণ আমি তোমাকে বলিতেছি।

ফিরৌন্ স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি যেন এক নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময়ে নদীহইতে সাতটী বড় সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট গোরু বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। এ সাতটী দেখিতে বড় মনোরম্য, কিন্তু কিছু কাল পরে দেখিলেন, যেন আর সাতটী রোগা গোরু নদী হইতে উঠিয়া ঐ সাতটী হৃষ্টপুষ্ট গোরুকে গিলিয়া ফেলিল, তথাপি তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় রোগা রহিল। তখন রাজার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল ও তিনি জাগ্রৎ হইলেন।

কিছু কাল পরে রাজা পুনর্ব্বার নিদ্রিত হইয়া আর এক স্বপ্ন দেখিলেন। একটী গমের গাছে যেন সাতটা পূর্ণ শীষ হইয়াছে ; দেখিতে২ আর একটী গাছ উঠিল ও তাহাতে সাতটী শুষ্ক শীষ উঠিয়া প্রথম সাতটী শীষ খাইয়া ফেলিল, তথাপি পূর্ব্বের মত শুষ্ক রহিল।

ফিরৌন্ এই দুই স্বপ্ন দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং ইহার অর্থ জানিবার জন্য ব্যাগ্র হইলেন। তিনি পর দিবস প্রাতে দাসগণকে ডাকিয়া কহিলেন, "স্বপ্নের অর্থ বলিতে পারে, এমন কোন ব্যক্তিকে আমার নিকটে লইয়া আইস।" তদনুসারে অনেক ভাক্ত জ্ঞানী মনুষ্য আসিল বটে, কিন্তু কেহ স্বপ্নের তাৎপর্য্য কহিতে পারিল না। রাজা বড় অসুখী হইলেন।

শেষে পানপাত্রবাহকের যূষফের কথা স্মরণ হইল। সে বহুদিবস অবধি তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল,

এই জন্য দুঃখিত হইয়া রাজাকে কহিল, "আমি আপন দোষ অদ্য স্মরণ করিলাম। মহারাজ, আপনার মনে থাকিতে পারে, এক সময়ে আপনি ক্রোধ করিয়া আমাকে ও মোদককে আপনকার সেনাপতি পোটিফরের বাটীতে কারাগারে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন। সেখানে থাকিয়া আমরা উভয়ে স্বপ্ন দেখি, এবং সেই স্বপ্নের অর্থ এক যুব দাস আমাদিগকে বলিয়া দেয়, যে রাজা তোমাকে কারাগারহইতে মুক্ত করিবেন, এবং মোদককে ফাঁসি দিবেন। সেই যুবা যে প্রকার কহিয়াছিল, আপনি তাহাই করিয়াছিলেন।"

ফিরৌন্ ইহা শুনিবামাত্র সেই যুব মনুষ্যকে কারাগার হইতে আনিতে কহিলেন। তদনুসারে রাজার দাসগণ কারাগার রক্ষকের নিকটে গিয়া কহিল, "আমরা যূষফ্কে লইতে আসিয়াছি,রাজা তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।"

যূষফ্ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, কারণ এখন তাঁহার বিলক্ষণ বোধ হইল, যে ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। যূষফের মলিন বস্ত্র পরা ছিল, কিন্তু দাসেরা তাঁহাকে পরিষ্কার বস্ত্র পরাইয়া রাজার নিকটে আনিল।

বহু দিবস পরে কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আইলে যূষফের গাত্রে মৃদু মন্দ বায়ু পুনর্ব্বার লাগিল, ও তিনি হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সকল দেখিতে পাইলেন। বোধ হয়, তিনি দেখিতে পাণ্ডু রোগির ন্যায় হইয়াছিলেন।

যূষফ্ রাজবাটীতে আসিয়া ফিরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "আমি শুনিয়াছি, তুমি না কি স্বপ্নের অর্থ কহিতে পার?"

যূষফ্ কহিলেন, "আমি স্বপ্নের অর্থ কহিতে পারি না, কিন্তু আমার ঈশ্বর পারেন। এবং আমি নিশ্চয় জানি, তিনিই আপনকার স্বপ্নের অর্থ কহিবেন।"

রাজা যূষফ্কে ঐ দুই স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজার বাক্য সমাপ্ত হইলে যূষফ্ কহিলেন, "আপনকার দুই স্বপ্নের একই অর্থ ; সাত বৎসর ক্ষেত্রে বহু শস্য জন্মিবে, কিন্তু তৎপরে আর সাত বৎসর প্রায় কিছুই জন্মিবে না। সাতটী হৃষ্টপুষ্ট গোরুতে প্রথম সাত বৎসর এবং সাতটী

কৃষ গোরুদ্বারা দুর্ভিক্ষের সাত বৎসর বুঝায়। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, আপনি যেন তাহা জানিতে পারেন, এই জন্য ঈশ্বর আপনাকে এই স্বপ্ন দিয়াছেন।

এক্ষণে রাজা কি করিবেন? দেখ, প্রথমে সাত বৎসর পর্য্যন্ত অনেক শস্য হইবে, তাহার পরে সাত বৎসর প্রায় কিছুই হইবে না। সুকুমার পাঠক, এবিষয়ে তুমি রাজাকে কি পরামর্শ দেও?

যূষফ্ তাঁহাকে এই পরামর্শ দিলেন, "যখন অধিক শস্য জন্মিবে, তখন দুর্ভিক্ষের জন্য কিছু শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। আপনি এক জন জ্ঞানী ও বিবেচক লোককে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করুন, তিনি স্থানে২ শস্য সংগ্রহ করিয়া বড়২ গোলাতে সঞ্চয় করিয়া দুর্ভিক্ষ হইলে প্রয়োজনমতে সকলকে শস্য দিবেন। তাহা না করিলে, সে সময়ে সকলেই মরিয়া যাইবে।

স্বপ্নের এরূপ অর্থ বলাতে ফিরৌন্ যূষফের উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। রাজা ও তাঁহার দাসগণ যূষফের কথায় বিশ্বাস করিলেন। ফিরৌন্ দাসগণকে কহিলেন, "যূষফের মত জ্ঞানী মনুষ্য আমি আর কোথায় পাইব? যূষফ্ই শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবে।"

ফিরৌন্ যূষফ্কে কহিলেন, "তুমি বিলক্ষণ জ্ঞানী লোক, অতএব দেশের শাসন কার্য্যে তুমি আমার সাহায্য কর। সকলেই আমার কথার ন্যায় তোমার কথা শুনিবে, এবং রাজ্যের মধ্যে তুমি আমা ছাড়া সকলের বড় হইবে।"

অনন্তর ফিরৌন্ আপন অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া যূষফের হস্তে পরাইলেন, এবং আপনার ন্যায় যূষফ্কে উত্তম বস্ত্র, তাঁহার গলায় স্বর্ণহার ও চড়িবার নিমিত্ত উত্তম গাড়ি দিলেন, এবং যূষফ্কে দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে সকল লোককে আজ্ঞা করিলেন।

যূষফ্ এক্ষণে বড় মানুষ হইলেন, কিন্তু কোন বিষয়ে আলস্য করিতেন না। তিনি গাড়িতে চড়িয়া দেশের চারি দিগে বেড়াইতে লাগিলেন, এবং সাত বৎসর পর্য্যন্ত শস্য সঞ্চয় করিয়া বড় বড় গোলাতে রাখিলেন। তিনি আহার বিহারাদিতে কাল যাপান না করিয়া লোকের যাহাতে মঙ্গল হয়, এমত চেষ্টা করিতেন।
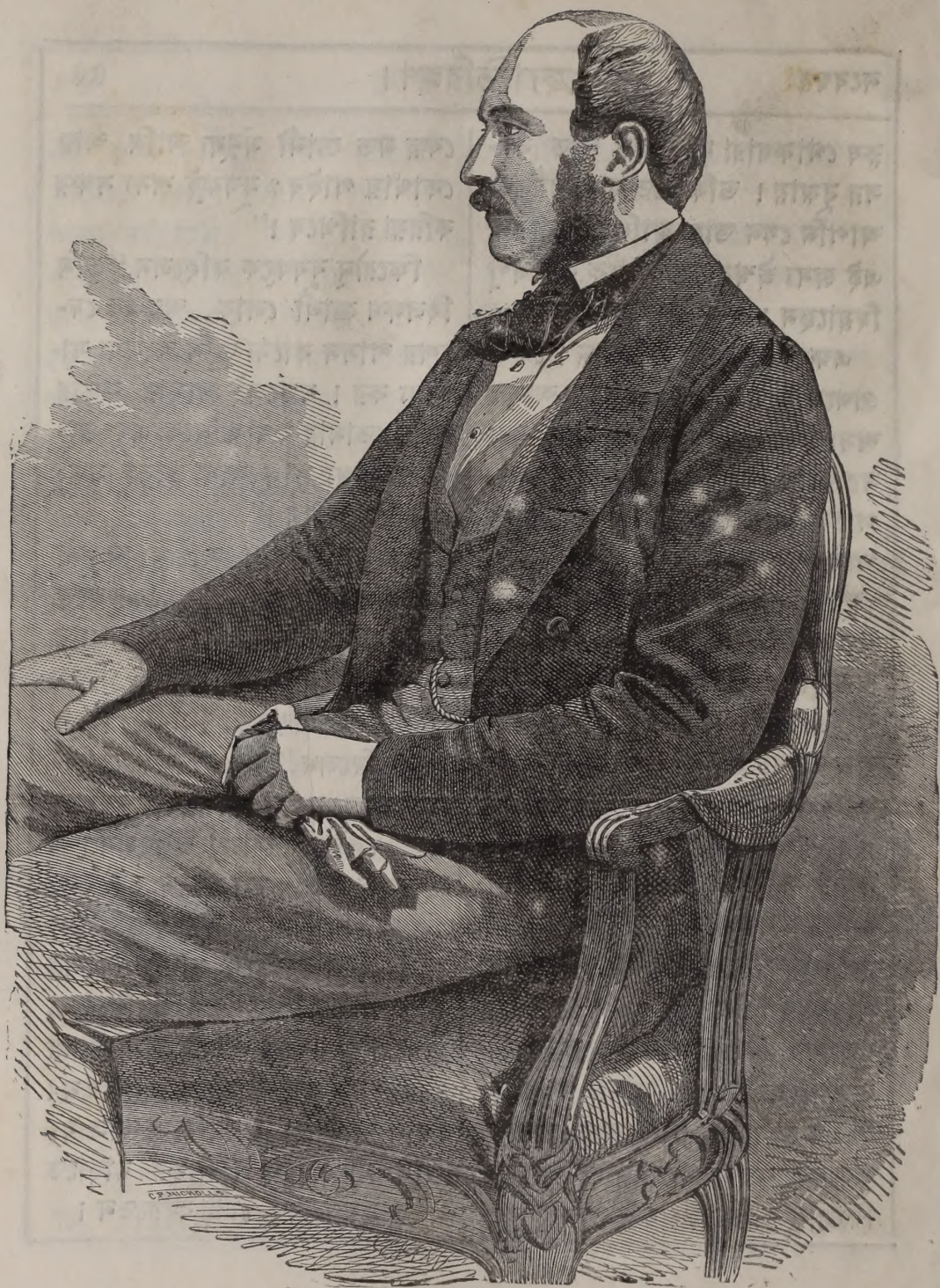
লর্ড লরেন্স।

লর্ড লরেন্স।

দুই বৎসর হইল, লর্ড লরেন্স এদেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম, তাঁহার কার্য্য প্রত্যেক ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে জাগরূক আছে। লর্ড বেণ্টিঙ্কের পর, আর কোন গবর্ণর জেনরেলই সাধারণের এত প্রিয় হইতে পারেন নাই। ইনি প্রথমে সামান্য সিবিলিয়ান হইয়া এদেশে আইসেন, শেষে প্রধান কমিশনর, লেপেটনাণ্ট গবর্ণর ও গবর্ণর জেনরেল পর্য্যন্ত হন। ইহাঁর শাসন কালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। ইনি এরূপ খ্রীষ্টপরায়ণ ও খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে উৎসাহদাতা ছিলেন যে খ্রীষ্ট বিদ্বেষীরা ইহাঁকে ঠাট্টা করিয়া "পাদরী" বলিত। ১৮৫৭ অব্দে যখন সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া অকারণে ইংরাজদিগকে কষ্ট দেয়, তৎকালে লর্ড লরেন্স পঞ্জাবে ছিলেন। তাঁহার গুণে পঞ্জাবীরা এরূপ বশীভূত ছিল যে তাহারা তখন সিপাহীদের সঙ্গে যোগ না দিয়া ইংরাজদের সাহায্য করে। লরেন্স সাহেবের বুদ্ধি নৈপুণ্যে সে বার দিল্লী পুনরায় অধিকার হয়। লর্ড লরেন্স ৪০ বৎসর এদেশে ছিলেন, এই জন্য তিনি আমাদের মনের ভাব, ও প্রকৃত অভাব এবং কিসে আমাদের উপকার হইতে পারে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন। বাস্তবিক ইনি একজন ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ ও বহুদর্শী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আমাদের অন্তঃপুরবাসিনী পাঠকগণ, এমত হিতৈষী মহোদয়কে কখনও দেখেন নাই, এই জন্য আমরা তাঁহার প্রতিকৃতি পূর্ব্বপৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলাম।

মৎস্যশিশু।

মৎস্যশিশু দেখে এক ফড়িঙ্ ভাসিতে,
আদরে মায়ের কাছে লাগিল কহিতে।
"ভাসিছে ফড়িং অই, দেখ গো জননি,
টপ্ করে গিলে খাই বলিলে আপনি।"
"যেও না২ বাছা মানা করিতেছি,
মানুষে ফেলেছে বড়শী দেখিয়া বুঝেছি।
ধরিয়া ফড়িঙ্ এক দিয়াছে গাঁথিয়া,
চোকাল কাঁটার মুখ রয়েছে ঢাকিয়া।"
শুনিয়া মায়ের কথা খানিক ভাবিল,
আবার ফড়িঙ্ পানে চাহিয়া রহিল।
ফড়িঙের চারি পাশে ভাসিতে২,
যত চায় তত লোভ লাগিল বাড়িতে।
আদরে মায়ের কাছে আসিয়া আবার,

বলিলেক মৎস্যশিশু "দেখ একবার !
জীবন্ত ফড়িঙ্‌ ওটী ভাসিছে কেমন,
এমন আহার পেলে ছাড়ে কি কখন ?
স্বধুই ফড়িঙ্‌ হবে বড়্শী কভু নয়,
ঠোকর মারিলে পর জানিব নিশ্চয় ।"
এই বলে গিয়ে যেই ঠোকর মারিল,
বিষম লোহার কাঁটা ঠোটেতে বিঁধিল ।
মরণের ভয়ে এবে কাঁদিয়া২,
কহিলেক পরে স্বীয় মায়ে সম্বোধিয়া ;—
"হায়, মা তোমার কথা যদি শুনিতাম,
তা হলে এখন আমি নাহি মরিতাম ।"

উপমাবলী ।

পার্থিব সুখ কন্টকের অগ্নি সদৃশ ।

কণ্টকের অগ্নি প্রথমে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তৎপরে এককালে নির্ব্বাণ হইয়া যায়,এবং এক প্রকার শব্দ করিতে আরম্ভ করে। কণ্টকের অগ্নির তাদৃশ তেজ নাই,এই জন্য সহজে উহাতে জল উষ্ণ করা যায় না।

পার্থিব সুখ কণ্টকের অগ্নির সদৃশ। ইহলোকে আমরা যে সুখ অন্বেষণ করি, উহাতে শব্দ ও আড়ম্বরই অধিক। কণ্টকের অগ্নি যেমন শীঘ্র নির্ব্বাণ হয়, পার্থিব সুখও তদ্রূপ অতৃপ্তিকর হইয়া উঠে। সুরা পান করিয়া যাহারা বহুবিধ প্রলাপ উক্তি করে, তাহারাও কণ্টকের অগ্নির সদৃশ। সুরা পানে স্থায়ী সুখ নাই।

সুরা পানে প্রথমতঃ যে সুখ হয়, তৎপরে তাহা কণ্টকের ন্যায় ক্লেশকর হইয়া উঠে।

পৃথিবীর যেমন ভিত্তি নাই, পার্থিব সুখেরও তদ্রূপ ভিত্তি নাই। অবশালোমের অশ্বতর যেমন প্রয়োজন কালে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গমন করে, পার্থিব সুখও তদ্রূপ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। দুষ্ট লোক কণ্টকের সদৃশ। কণ্টক যেমন অকর্ম্মণ্য, দুষ্টেরাও তদ্রূপ। কণ্টক যেমন ক্লেশকর, দুষ্টেরাও তদ্রূপ আপন আপন প্রতিবাসীর ক্লেশকর হইয়া থাকে। কণ্টক যেমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে শব্দ করিয়া থাকে, দুষ্টেরাও তদ্রূপ কলহ ও বিবাদ করিয়া অন্যকে বিরক্ত করে। কণ্টকের অগ্নি যেমন শীঘ্র নির্ব্বাণ হয়, ঈশ্বর তদ্রূপ দুষ্টদিগকে শীঘ্র নির্ব্বাণ করেন।

গোময় শুষ্ক করিয়া দগ্ধ করিলে যে অগ্নি হয়, উহা কণ্টকের অগ্নি অপেক্ষা অধিকক্ষণস্থায়ী। আরবেরা শুষ্ক গোপুরীষের দহনকে অতিশয় ভয় করে। শত্রুকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত তাহারা এই রূপ কহে, "সাবধান, তোমাকে শুষ্ক গোপুরীষের অগ্নিতে দগ্ধ করিব।" এই রূপ অগ্নিতে কাহাকে দগ্ধ করিলে তাহার মৃত্যু শীঘ্র হয় না, সুতরাং এই প্রকার মৃত্যু বিষম যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে।

পার্থিব সুখ বড় অল্পকালস্থায়ী। হেরোদ রাজা মহামূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া সভাসদ্‌গণের সমক্ষে একটী বক্তৃতা করিলে, সকলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল, কিন্তু এই ঘটনার অতি অল্পকাল পরে হেরোদ ঈশ্বর কর্ত্তৃক আহত হইয়া মহাক্লেশে প্রাণত্যাগ করিলেন। আহব্ রাজার স্ত্রী ঈষাবেল্ এক জন পরমরূপবতী কামিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঈষাবেলের সুখ চিরস্থায়ী হয় নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে কুকুরেরা তাঁহার মাংস ভোজন করিয়াছিল। বেল্‌শসৎর রাজা যখন মহাভোজে উপবিষ্ট হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঈশ্বর, তাঁহাকে তাঁহার রাজত্বের যে শেষ হইয়াছে, ইহা অতি আশ্চর্য্যরূপে জ্ঞাত করেন।

জীবনতরি।

যেই জন সেই তরি করে আরোহন,
কুচিন্তা মেঘেরে সেই ডরে না কখন।
নৈরাশ্য পবন তারে ছুঁইতে না পারে,
অবহেলে যায় চলে সাগরের পারে।
পার্থিব বাসনারূপ চড়ায় ঠেকিয়া,
সে জীবন তরি কভু না যায় ডুবিয়া।
মানয়ে যাঁহার আজ্ঞা প্রচণ্ড পবন,
যাঁহার আদেশে মৃত লভয়ে জীবন।
কৈলা দয়া করি তিনি নিজ দেহ দান,
অপূর্ব্ব জীবন তরি করিলা নির্ম্মান।
বিপন্ন মানবগণ যাতে রক্ষা পায়,
দয়া করি কৈলা তিনি তাহার উপায়।
নিজ দাসগণে তিনি রাখি নানা স্থানে,
করিলা নিযুক্ত স্বধূ পাপির আহ্বানে।
তাঁহারা বিপন্ন লোকে যদি দেখা পান,
আরোহিতে সে তরিতে করেন আহ্বান।
শুনিয়া তাঁদের বাণী শত শত নর,
অবহেলে উত্তরিছে সংসার সাগর।
ব্যক্ত হয় এই কথা যেন নানা দেশ,
এই জন্য করিলেন উপায় বিশেষ।
এই যে জীবন তরি হইল নির্ম্মাণ,
মানবের তরে ইহা,অদ্বিতীয় দান !
দেশে২ এই কথা করিতে প্রচার,
লিখিত হইল গ্রন্থ শুভসমাচার।
যেই জন এই গ্রন্থ করে অধ্যয়ন,
জীবন তরির বুঝে সেই প্রয়োজন।
শত শত লোকে পড়ি শুভ সমাচার,
জীবন তরিতে চড়ি হইয়াছে পার।
সংসার সাগরে যারা ছিল নিমগন,
পাইয়া জীবন তরি লভিল জীবন।
হেরিয়া মানবগণে ডুবু ডুবু প্রায়,
জগত গোসাঞী যীশু আইলা ধরায়।
মানব আকারে ভবে জনম লভিলা,
বিশুদ্ধ জীবন এই ভবে কাটাইলা।
দয়ার সাগর তিনি দয়ার আধার,
দয়া করে মানবের করিলা উদ্ধার।
যীহুদা দেশেতে তিনি লভিলা জনন,
যীশু ত্রাণপতি নাম করিলা ধারণ।
যাহাতে নরের হয় মঙ্গল সাধন,
সেই রূপ করিলেন সদা আচরণ।
দ্বিসহস্র বর্ষ গত হইলেক প্রায়,
এসেছিলা প্রভু যীশু এ পাপ ধরায়।
প্রান্তরে নগরে আর মন্দির ভিতরে,
প্রদানিলা উপদেশ সবার গোচরে।
সেই রূপ উপদেশ মানবে কখন,
মানবের মুখ হতে করেনি শ্রবণ।
অলৌকিক ক্রিয়া কত করিলা সাধন,
শুভ সমাচারে যার আছে বিবরণ।
অন্ধেরে দর্শন শক্তি করিলা প্রদান,
মৃত জনগণে পুনঃ প্রদানিলা প্রাণ।
দুরারোগ্য রোগী জনে নিরোগ করিলা,
কবরস্থ জনে পুনঃ জীবন দানিলা।
দৃষ্টান্ত কথার তিনি দিলা উপদেশ,
পৃথিবীতে সুপ্রশংসা যাহার অশেষ।
মানবের সুখে সুখী দুখে দুখী ছিলা,
নানা মতে মানবের হিত আচরিলা।

ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু দ্বারা মুদ্রিত।